72

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

সরকারী কলেজে মার্কেটিং অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে

বিশ্বের ফলপ্রসূ অর্থনৈতিক মতবাদ হিসেবে "বাজার অর্থনীতির" গুরুত্ব বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্য ক্ষেত্রে সর্বজন স্বীকৃত। এ প্রেক্ষাপটে উন্নত এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রতিটি দেশে বাণিজ্য শিক্ষার একটি মৌলিক ও সময়োপযোগী বিষয় হিসেবে মার্কেটিংকে পাঠ্য বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এ ছাড়া মার্কেটিং হলো "ফলিত অর্থনীতি"(Applied Economics) মূলত একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বাজার গ্রহণযোগ্যতা পুরোমাত্রায় নির্ভর করে এর সুনিপুণ মার্কেটিং কলা-কৌশলের উপর। তাই এর একাডেমিক পর্যায়ে শিক্ষার গুরুত্বের কথা ভেবে বহুকাল ধরে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিংকে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ও বিষয় হিসাবে চালু রেখেছে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সমন্বয়ের সংগে তাল মিলাতে মার্কেটিং বিভাগ প্রবর্তন করেছে।

বর্তমান সরকার বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি বাণিজ্য শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গরূপ দেয়ার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু এতকিছুর পরও একটি বিষয়ে অসহনীয় বৈষম্য করা হচ্ছে। তাহলো বহুদিন যাবৎ দেশের বেসরকারী ডিগ্রী কলেজসমূহে মার্কেটিংকে পাঠ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করলেও অদ্যাবধি সরকারী ডিগ্রী কলেজসমূহে এ সংক্রান্ত তেমন কোনো তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে সরকারী কলেজে বিকম বিভাগটি বন্ধ হবার পথে। যদিও ঢাকা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সরকারী কলেজে বিকম পর্যায়ে মার্কেটিং খোলার ব্যাপারে ইতোপূর্বে অনুমোদন দিয়েছে এবং সিলেবাস প্রবর্তন করেছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, গত ১৪শ বিশেষ বিসিএস-এর মধ্যে এতদসংক্রান্ত তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি এবং পিএসসি সূত্রে জানতে পারলাম আসন্ন ১৬শ বিশেষ বিসিএস-এর মাধ্যমে সরকারী কলেজসমূহে যে ১৪০০ প্রভাষক নিয়োগ করা হবে তাতে কেবল মাত্র ২টি মার্কেটিং এর পদ অন্তভুক্ত করা হয়েছে।

দেশের ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রজিত বছর কয়েকশদ ছাত্র/ছাত্রী সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী নিয়ে বের হচ্ছে। সুতরাং বিষয়টির গুরুত্ব ও সরকারী কলেজে পড়ুয়া ছাত্র/ছাত্রীদের কথা ভেবে আসন্ন বিসিএস-এ মার্কেটিং বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

—মোঃ আশরাফুল আলাম, প্রভাষক মার্কেটিং, বাজিতপুর ডিগ্রী কলেজ, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।